Theories of the Modern State

:: Bentham : Liberalism and Utilitarian Philosophy::

রাজনীতি চিন্তার ইতিহাসে বেন্থাম এর প্রধান পরিচয় তিনি উদারবাদী । উদারবাদের যে ভিত্তি জন লক ইংল্যান্ডে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন , অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত তাতে তেমন আঘাত আসে নি । পর্যায়ক্রমে টোরী বা হুইগরা রাজনীতিতে প্রাধান্য বিস্তার করলেও নিয়মতান্ত্রিক শাসন নীতির মূল ধারা গুলি বজায় ছিল । স্যার রবার্ট ওয়ালপোল বা উইলিয়াম পিট ক্যাবিনেট প্রথা বা কমন্স সভার গুরুত্ব কে ছোট করেননি । জনসাধারণের অধিকার বা শাসন সংস্কারের ব্যাপারেও তারা সচেতন ছিলেন পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে তাল রেখে ধনিক বণিকদেরভারসাম্য বজায় রেখেই চলছিল ইংল্যান্ডের রাজনীতি । অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে থেকেই পরিস্থিতি বদলাতে থাকে । ফরাসি বিপ্লব ও আমেরিকার বিপ্লব যখন উদারবাদ গিয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে চাইল ধণতন্ত্রের অগ্রগতি যখন ফ্রান্সে ও আমেরিকায় প্রসারিত হতে থাকলো অবাধ বাণিজ্যের ব্যাপক প্রকাশ লক্ষ্য করা গেল দিকে দিকে, ঠিক তখনই ইংল্যান্ড সংযত হলো নিজের কথা ভেবে । বিপ্লবী আন্দোলনের জোয়ার যাতে এদেশে না লাগে সে ব্যাপারে সচেতন হলো ইংল্যান্ডের রক্ষণশীল টোরী নেতৃত্ব । তৃতীয় জর্জ এর আমল থেকেই টোরিরা ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে যথেষ্ট শক্তিশালী হতে শুরু করেছে। King's friends নামে একটি গোষ্ঠী তৃতীয় জর্জ এর সহায়তায় পার্লামেন্টে প্রতিপত্তি লাভ করেছে, আমেরিকার কলোনি গুলির বিদ্রোহ দমন করতে ব্রিটিশ সরকার ব্যর্থ হয়েছে । ছোট উইলিয়াম পিট শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের চেষ্টা করেও কায়েমী স্বার্থের চক্রান্তে ব্যর্থ হয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত পদত্যাগ করেছেন , দেশের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক পরিস্থিতি ক্রমশই জটিল হয়ে উঠেছে , শিল্প বিপ্লবের ফলে শিল্পা প্রধান অঞ্চল গুলি আর্থিক রাজনৈতিক দিক থেকে গুরুত্ব পাচ্ছে , আঞ্চলিক বৈষম্য সৃষ্টি হচ্ছে। সোজা কথায় পরিবর্তনের প্রতি অনাগ্রহ , সংস্কারের প্রতি উদাসীনতা উদারবাদের মূল ভিত্তিটা কে নাড়া দিয়েছে ।

বেন্থাম এই উদারবাদ কে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছেন। যে মধ্যশ্রেণীর গুরুত্ব হারিয়ে যাচ্ছিল, সংস্কারের যে মানসিকতা হারিয়ে যাচ্ছিল , নির্বাচনী এলাকার মধ্যে ভারসাম্য আনার যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল গোপন ব্যালট ও অন্যান্য নির্বাচনের সংস্কারের ভোটারাধিকার প্রসারের, পার্লামেন্টের সদস্যদের আরো দায়িত্বশীল করবার যে দাবি উঠেছিল এবং সবচেয়ে বড় কথা দেশে গণতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তনের যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তার মূলে ছিল বেন্থামের সংস্কারবাদী চিন্তাভাবনা। ডানিং এর কথায় - " almost all the radicals who made the reforms movement famous acknowledged some degree of relationship to Bentham's philosophy " . বেন্থাম এর হিতবাদী হলো সেই দর্শন যাকে সামনে রেখে গড়ে উঠলো আর রাজনীতি চিন্তার এক বলিষ্ঠ ধারা উদারনীতিবাদ। এই ধারায় স্নাত হলেন সময়কালের বিশিষ্ট চিন্তাবিদেরা - ডেভিড রিকার্ডো , জেমস মিল , জর্জ গ্রোট , জন অস্টিন জন , স্টুয়ার্ট মিল প্রমূখ। ডানিং যথার্থই বলেছেন যে - " ..... the systems of all these men and money others were clearly rotated in that of Bentham, he become the symbol of a powerful current in the general movement of political philosophy ".

"An Introduction to the Principles of Morals and Legislations " (1789) বইটিতে বেন্থাম উপযোগিতার একটি সূত্র প্রচার করেন এবং এই সূত্রটিই তাঁর হিতবাদী দর্শনের কেন্দ্রে রয়েছে। রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপযোগিতা বা উপকার একটি সূত্র প্রয়োগ করে বেন্থাম আইনের বিভিন্ন শাখার সমালোচনা করেছেন এবং সংস্কারের প্রয়োজনীয় সুপারিশ করেছেন। উপযোগিতার এই নীতিতেই বেন্থাম গ্রহণ করেন স্পিনোজা, হিউম এবং হার্টলি ও প্রিস্টলির কাছ থেকে, ফ্রান্সের জ্ঞান প্রচারক হেলিভিসিয়াস এবং ইতালির আইনবিদ বেকারিয়ার কাছ থেকে এবং অবশ্যই সূত্রটির প্রথম প্রবক্তা হ্যাচেশন এর কাছ থেকে। স্পিনোজা ও হিউম দিলেন উপযোগের প্রয়োজনীয় তথ্য , প্রিস্টলি দিলেন সুখ-দুঃখের ধারণা, আর হ্যাচেশন দিলেন বহুজনের সর্বাধিক হিতসাধন এর আদর্শ । এদের সঙ্গে বেন্থাম যুক্ত করলেন অংকের হিসাব ও পরিতৃপ্তির কথা ।

উপযোগিতার নীতিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বেন্থাম বলেন আইন প্রণেতার প্রধান লক্ষ্য হলো মানুষের সুখ। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে তার কাজ হল সাধারণের হিত বা উপযোগিতার নীতি কে সামনে রেখে অগ্রসর হওয়া এবং এই নীতিটিকে পরিপূর্ণ যোগ্যতার সঙ্গে কার্যে রূপায়িত করা। সুতরাং এক্ষেত্রে তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া দরকার - ১. উপযোগিতার একটি সঠিক ও সরল ব্যাখ্যা প্রদান।
২. উপযোগিতা এই একমাত্র সুখের মাপকাঠি সুতরাং এর বিকল্প বা ব্যতিক্রম সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠেনা ।
৩. একটি নৈতিক অংক বা হিসাব এর সাহায্যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ।

জেরেমি বেন্থাম শুরু করেছেন এইভাবে - " nature has placed mankind under the governance off two sovereign masters - pain and pleasure. It is for them alone to point out what we ought to do, as well as to determine what we shall do.b on the one hand the standard of right and wrong, on the other the chain of causes and effect , are fastened to their throne. They govern us in all we do in all we say, in all we think : every effort we can make to throw of our subjection, will serve but to demonstrate and confirm it ".

জেরেমি বেন্থাম মনে করেন উপযোগিতার নীতি হলো দুঃখ-সুখের আপেক্ষিক হিসাব। দুঃখ হলো কষ্ট বা যন্ত্রণা অথবা তার কারণ। সুখ হল তৃপ্তি বা তৃপ্তির কারণ। উপকারের নীতি স্বতঃসিদ্ধ। কল্যাণ বা অকল্যাণ এক অনুভূতি। কোনটি আমার সুখ দুঃখ কোথায় আমার তৃপ্তি বা যন্ত্রণা এটা বোঝাতে অভিজ্ঞতায় যথেষ্ট,কোন তথ্য প্রমাণ বা সাক্ষীর দরকার নেই। উপযোগিতার নীতিকে যিনি সমর্থন করেন তিনি পূর্ণের বিচার করেন তা থেকে কতটা তৃপ্তি আসে সেই ভেবে , আর পাপের বিচার করেন কতটা যন্ত্রনা তা দেয় সেই ভেবে। সুখ ও দুঃখের মূল্য বিচার করা সম্ভব বিশেষ ব্যক্তির উপলব্ধি থেকে। ব্যক্তির এই উপলব্ধির পরিমাপ হলো - সুখ বা দুঃখের তীব্রতা , স্থায়িত্ব , নিশ্চয়তা, সান্নিধ্য বা দূরত্ব । যখন ব্যক্তির সুখ-দুঃখকে বিচ্ছিন্নভাবে বা স্বাধীনভাবে দেখা হয় তখন সেই দু সুখ

দুঃখের পরিমাপ এই চারটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। কিন্তু সুখ বা দুঃখ তো কোন ব্যক্তির একার ব্যাপার বা বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়। একের সুখ বা দুঃখের প্রভাব অন্যের উপরেও পড়ে। এক্ষেত্রে সুখ-দুঃখের বিচারে এসে পরে আরও দুটি পরিমাপক - যথা উর্বরতা এবং পবিত্রতা । ছাড়াও আরেকটি হলো ব্যাপতি।

বেন্থাম মনে করেন যে শারীরিক নৈতিক রাজনৈতিক ও ধর্মীয় এই চারটি সূত্র থেকে সুখ-দুঃখ আসতে পারে। যেমন প্রথমত ব্যক্তির শারীরিক দুর্বলতা বা ব্যক্তির নিজের বিচক্ষনতার অভাব দুঃখের কারণ ঘটাতে পারে। বিপরীতভাবে ব্যক্তি তার শারীরিক বা মানসিক গুনে সুখ পেতে পারে এক্ষেত্রে সে শান্তি পাচ্ছে বা পুরস্কৃত হচ্ছে তার স্বাভাবিক নিয়মেই। দ্বিতীয়তঃ এমন যদি হয় ব্যক্তির দুঃখের বা সুখের কারণ কোন সরকারি নির্দেশ সে ক্ষেত্রে দুঃখ পাওয়ার সুখের সূত্র সরকার অর্থাৎ রাজনৈতিক। তৃতীয়তঃ যদি তার আত্মীয় বা প্রতিবেশী তার সুখ দুঃখের কারণ হয় তবে এটি নৈতিক তিরস্কার বা পুরস্কার বলেই গণ্য হবে । চতুর্থত ব্যক্তির উপর যদি দেবতাদের প্রকোপ বাসের ভিতর তবে তা হলো ধর্মীয় অনুমোদন ।

বেন্থামের হিতবাদ পাটিগণিতের নিয়মে হিত ও অহিতের পরিমাণ ও পরিনামকে তুলনা করে এবং ব্যক্তির জীবনের সর্বোচ্চ বা শেষ লক্ষ বলে ঘোষণা করে সর্বোচ্চ পরিমাণ সুখলাভকে। এখানে ব্যক্তির নিজের স্বার্থই শেষ কথা । কিন্তু তা আসলে ব্যক্তিগত কল্যাণেরই সমষ্টি । ব্যক্তিজীবনে ক্রিয়াশীল উপযোগিতা সমাজ জীবনে প্রয়োগ করা যেতে পারে বলে তিনি বিশ্বাস করেন। প্লেটো অ্যারিস্টোটল এর জৈব তত্ত্বে তার আকর্ষণ নেই অর্থাৎ ব্যক্তিকে সমাজের অনুগামী বা সমাজের অঙ্গাঙ্গী করতে তিনি আগ্রহী নন। তার আগ্রহ সমাজ সত্তাকে ব্যক্তিসত্তায় পরিণত করা । তাই তিনি বলেন এক এক জন ব্যক্তির স্বার্থ হলো কেবল একমাত্র বাস্তব স্বার্থ। প্রতি ব্যক্তি নিজের জন্যই সচেতন হবেন। অন্যকে তিনি আঘাত দেবেন না , নিজেকেও অন্যের দ্বারা আহত করবেন না। তাহলেই সমাজের জন্য তার যথেষ্ট করা হবে। অর্থাৎ বেন্থাম বলতে চেয়েছেন নিজেকে নিয়ে খুশি থাকার মধ্যেই অন্যের অধিকারে প্রবেশ না করার মধ্যেই ব্যাক্তি বা সমাজ উভয়েরই লাভ।

ব্যক্তির সঙ্গে সামাজিক সুখের সম্পর্ক কিভাবে স্থাপিত হয় তা তিনি ব্যক্ত করেছেন। ব্যক্তি কি আত্মস্বার্থ সমাজের স্বার্থের কাছে বলি দেয় ? বেন্থামের জবাব সকল মানুষের মধ্যেই আত্মমুখী বৃত্তির সঙ্গে পারিপার্শ্বিক বৃত্তি থাকে। মানুষের আচরণে আবেগ পরিতৃপ্তির ইচ্ছা শক্তিশালী হলেও তার যুক্তিবোধও কম শক্তিশালী নয়। মানুষ ভাবে আমার সুখ প্রাপ্তি , অপরের দুঃখ প্রাপ্তির উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না । নিজের ভালো চাইলে অপরের ভালো চাইতে হয়। সুতরাং মানুষ আত্মমুখী বৃত্তিকে পরার্থের হাতে ছেড়ে দেয়। এই বিশ্বাসেই শেষ পর্যন্ত এতেই তার বেশি সুখ। শুধু তারই নয়, এতে সকলেরই সুখ বেশি। আনন্দই যখন মানুষের লক্ষ্য ও কাম্য , তখন সমাজের মধ্যে এই আনন্দ প্রাপ্তির পথ খোঁজায় বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সমাজে আনন্দ প্রাপ্তির পথে বড় বাধা আইন কানুন প্রথা পদ্ধতি ইত্যাদি । সুতরাং চরিতার্থ করতে সমাজ সংস্কার এবং তার প্রয়োজনে আইনেরও সংস্কার একান্ত জরুরী।